মাঠে-ময়দানে

পাঁচটি গ্র্যান্ডস্লাম মালকিন মারিয়া শারাপোভা কাতার ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন। তিনি ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারলেন মনিকা লিকুলেস্কিউর কাছে।

এই মুহূর্তে তিনি এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে রয়েছেন। চলতি সপ্তাহে রটেরডাম টেনিস টুর্নামেন্টের শেষ চারে উঠতে পারলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে আসবেন।

পঞ্চম একদিনের ম্যাচে রোহিতের ব্যাটে ঝড়

পোর্ট এলিজাবেথ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্রথম চারটি একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মার ব্যাটে রান দেখা যায়নি। ফলে পঞ্চম ম্যাচে তাঁর দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পঞ্চম ম্যাচে ব্যাটে রানের খরা কাটালেন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। মূলত তাঁর ব্যাটের উপর ভর করেই বড় রান গড়ল বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়া। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক। প্রোটিয়া অধিনায়কের সিদ্ধান্তটা যে কতটা ভুল তা প্রমাণ করলেন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। রোহিতকে যোগ্য সহায়তা করেন আরেক ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ২৩ বল খেলে শিখর ধাওয়ান সংগ্রহ করেন ৩৪ রান। আগের ম্যাচে শতরান করলেও পঞ্চম ম্যাচে ৩৪ রানেই আউট হলেন শিখর। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে। অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৫৪ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে করেন ৩৬ রান। অজিঙ্ক রাহানে আউট হন মাত্র ৮ রানে। ধাওয়ানকে ফিরিয়ে ভারতীয় শিবিরে প্রথম আঘাতটি হানেন রাবাদা। কোহলি এবং অজিঙ্ক রাহানে রান আউট হন। দ্বিতীয় উইকেটে কোহলি-রোহিত জুটি সংগ্রহ করেন মূল্যবান ১০৫ রান। রোহিত করেন১১৫ রান। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ৪টি ওভার বাউন্ডারি এবং ১১ বাউন্ডারি। প্রথমে ব্যাট করে ভারত সংগ্রহ করে ২৭৪/৭ রান। শ্রেয়স আয়ার (৩০), পান্ডিয়া (০), ধোনি (১৩), ভুবনেশ্বর কুমার (১৯*) কুলদীপ যাদব (২*) করেন।

মিনার্ভা এফসিকে হারিয়ে খেতাব দৌড়ে রইল ইস্টবেঙ্গল

স্টাফ রিপোর্টার: ঘরের মাঠে ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ ড্র করেছিল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার পাঞ্জাবের পঞ্চনদের তীরে মিনার্ভা এফসিকে হারিয়ে আই লিগ জয়ের স্বপ্নের সূর্যোদায় হল। পিঠ ঠেকে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা আরও একবার বুঝিয়ে দিল। মিনার্ভার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করা মানেই আই লিগ খেতাব দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া। তাই পঞ্চনদের তীরে মিনার্ভার বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে মরণ-বাঁচন লড়াই। কারণ পয়েন্ট নষ্ট করা মানেই ফের আই লিগ খেতাব অধরা থাকবে। তাই মিনার্ভার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি ছিল কার্যত ফাইনাল। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই মিনার্ভা দলের বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। চোটের জন্য শেষ ২টি ম্যাচে না খেললেও চোট সারিয়ে মিনার্ভা ম্যাচে মাঠে নামেন লাল-হলুদের মাঝ মাঠের অন্যতম ভরসা আল আমনা।

সিরিয়ার ফুটবলার আমনা মাঠে নামতেই চেনা ছন্দে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ম্যাচের শুরু থেকে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের বিরুদ্ধে দাদাগিরি করে গেলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। তবু কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না। বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ফলে প্রথমার্ধে ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধে মিনার্ভা পিছু হটতে থাকে লাল-হলুদের একের পর এক মিসাইলে। পাঞ্জাবের গোলরক্ষক রুখে না দাঁড়ালে অনেক আগেই গোল করে এগিয়ে যেতে পারত লেসসি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবটি। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন কেবিন লোবো। ম্যাচের বয়স তখন ৬৩ মিনিট। গোল করে এগিয়ে গিয়েও ইস্টবেঙ্গলের ঝাঁঝ কমেনি। শেষ পর্যন্ত সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল। চোট সারিয়ে মাঠে নেমেই দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেন আল আমনা। ফলস্বরূপ ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন সিরিয়ার ফুটবলারটি। ঘরের মাঠে মিনার্ভার এটি প্রথম হার। ১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকলেও ম্যাচ হারায় খেতাব দৌড়ে কিছুটা ধাক্কা খেল লুধিয়ানার দলটি। অন্যদিকে, ১৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে খেতাব দৌড়ে টিকে রইল ইস্টবেঙ্গল।

চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন ঝুলন

স্টাফ রিপোর্টার : সিরিজ শুরু হওয়ার ঠিক আগে জোর ধাক্কা খেল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। গোড়ালিতে চোট পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ঝুলন গোস্বামী। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঝুলন গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন। তাঁর এমআরআই করা হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারতীয় মেডিক্যাল বোর্ড। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে ঝুলনকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ঝুলন ৫ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। একইসঙ্গে গড়েছিলেন নতুন রেকর্ডও। প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ২০০ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে ঝুলনের। এদিকে আজ বুধবার থেকে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। অধিনায়ক মিতালি রাজের পরিবর্তে টি-২০ ম্যাচে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর। সহকারী অধিনায়ক স্মৃতি মান্থানা। চোট পেয়ে টি-২০ সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও চাপে পড়ে গিয়েছে মহিলা ভারতীয় দল।

মহামেডানের হয়ে খেলবেন কামো

স্টাফ রিপোর্টার : আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে ভাল পারফর্ম করার জন্য শক্তিশালী দল গড়ছে মহমেডান স্পোর্টিং। সোমবার থেকে নিজেদের মাঠে আই লিগে ভাল পারফর্ম করার জন্য কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের অধীনে অনুশীলন শুরু হয়েছে মহমেডানের। ঘরোয়া লিগে ভাল পারফর্ম করার পর আই লিগের প্রথম ডিভিশনে মোহনবাগানের জার্সি গায়ে খেলছেন গোলরক্ষক শঙ্কর রায়, ডিফেন্ডার রানা ঘরামি, মিড ফিল্ডার শেখ ফৈয়াজ এবং স্ট্রাইকার ডিপান্ডা ডিকা। তাই দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে দল গড়া নিয়ে বেশ সমস্যায় সাদা-কালো শিবিরের কর্তারা। ফলে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার জন্য ডিপান্ডা ডিকার বিকল্প হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের বাতিল ফুটবলার ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর স্ট্রাইকার উইলিস প্লাজাকে। এবার দলে নেওয়া হল মোহনবাগানের বাতিল ফুটবলার কামোকে। কলকাতা লিগে খেলার পর আই লিগের প্রথম ডিভিশনে গোকুলাম এফসির হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেন কামো। চোটের জন্য কামোকে কিছুদিন আগে ছেড়ে দেয় গোকুলাম এফসি। এরপরই আইভরি কোস্টের ফুটবলারটির সঙ্গে পাকা কথা সেরে ফেলেন মহমেডান কর্তারা।

মার্সেলোর আশা

মাদ্রিদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : একদিন না একদিন রিয়াল মাদ্রিদে খেলবেন নেইমার এমনই মন্তব্য করেছেন রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকা মার্সেলো। গত মরশুমে নেইমার বার্সেলোনা ছেড়ে যোগ দিয়েছেন প্যারিস সাঁ জাঁতে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ প্যারিস সাঁ জাঁর মুখোমুখি হওয়ার আগে মার্সেলোর এই মন্তব্যে কিছুটা হলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি কি নেইমার রিয়াল মাদ্রিদে মানিয়ে নিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে মার্সেলো বলেন, নেইমার রিয়ালে যোগ দিলে দারুণ ব্যাপার হবে।

আই লিগ ভুলে বাগানের লক্ষ্য সুপার কাপ

স্টাফ রিপোর্টার : আই লিগে ঘরের মাঠে গোকুলাম এফসির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হেরে খেতাব জয়ের স্বপ্নভঙ্গ মোহনবাগানের। ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত খেতাব দৌড়ে মোহনবাগান রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সমসংখ্যক ম্যাচে মিনার্ভা এফসি ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ খেতাবে সবার আগে রয়েছে। ১৫ ম্যাচ খেলে ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নেরোকা এফসি। ১৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। তাই এবারের আই লিগ অধরা মোহনবাগানের কাছে। শেষ চার ম্যাচে জয় পেলেও লিগ খেতাব ঘরে তোলা কোনও সম্ভাবনাই নেই গঙ্গাপারের ক্লাবটির। তাই এখন শেষ চারটি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে সুপার কাপে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করার লক্ষ্য মোহনবাগান শিবিরে। খেতাব ঘরে তোলা ক্ষীণ আশা থাকলেও ফুটবলাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে কোচ এখনও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ছাড়তে নারাজ। মুখে এখনও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও বাগান কোচ শঙ্করলাল বেশ ভালভাবেই জানেন বিষয়টি একেবারেই অসম্ভব। আসলে বাকি ম্যাচগুলিতে ফুটবলারদের মোটিভেট করাতেই এমন কথা শোনা যাচ্ছে। গোকুলাম এফসির বিরুদ্ধে হারটা একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না মোহনবাগান কর্তারা। আই লিগে সবার শেষে গোকুলাম এফসি। তবু সুপার কাপে খেলার জন্য এখন মোহনবাগানের লক্ষ্য শেষ চারটি ম্যাচে জয়।

রিকি পন্টিং: সর্বকালের সেরা সফল ক্রিকেটার এবং কিংবদন্তি অধিনায়ক

(আজ দ্বিতীয় পর্ব...)

সিডনি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: স্টিভ ওয়া একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালে নতুন অধিনায়ক খোঁজা শুরু করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। বিকল্প পছন্দও ছিল তাদের হাতে। স্টিভ ওয়া অধিনায়ক থাকাকালীন সহ অধিনায়ক অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং শেন ওয়ার্ন অধিনায়ক হওয়ার দৌঁড়ে এগিয়ে ছিলেন। তবে এগোরো জন তারকা মাঠে ঠিকঠাকভাবে সামলানোর দায়িত্ব পড়ে রিকি পন্টিংয়ের কাঁধে।

২০০২ সালে অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর প্রথম বড় পরীক্ষা ছিল ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আগেরবার স্টিভ ওয়ার নেতৃত্বে শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ওই আসরে ব্যাট হাতে ৩৯.৩৩ ব্যাটিং গড়ে ৩৫৪ রান করে শিরোপা জয়ে দলকে সাহায্য করেছিলেন। ২০০৩ সালে তাঁর দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অধিনায়কত্ব। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে খবর আসে দলের সেরা বোলার শেন ওয়ার্ন ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ হয়েছেন। এই খবরে স্বাভাবিকভাবে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও ভেঙে পড়েননি রিকি পন্টিং। অজেয় দল গড়ে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে একের পর জয় ছিনিয়ে আনছিল। টানা এগোরো ম্যাচ দিতে তাঁর দল অস্ট্রেলিয়া অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে। অধিনায়কত্বের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের দায়িত্বও বেশ ভালভাবে পালন করেছিলেন। তিনে ব্যাট করে শুরুতে দলের হাল ধরার পর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো ব্যাটিং করে দলকে বড় সংগ্রহ এনে দিতে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন।

২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর অসাধারণ ব্যাটিংয়ের কাছেই ভারতের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফাইনালে জোহনেসবার্গে রিকি পন্টিং ১২১ বলে চারটি চার এবং আটটি ছক্কার সাহায্যে ১৪০ রানের ইনিংস খেলেন। প্রথম ৫০ রান করতে তিনি ৭৪ বল খেলেন। বাউন্ডারি ছিল মাত্র একটি। শেষ দিকে ভারতীয় বোলারদের উপর তাণ্ডব চালিয়ে দলকে ৩৫৯ রানে পুঁজি এনে দেন। ভারত ২৩৪ রানে গুটিয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া ১২৫ রানের সহজ জয় পায়।

প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন থাকে নিজ দেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার। টেস্ট ক্রিকেটই আদি ও আসল ক্রিকেট। কেউ কেউ শতাধিক টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখে থাকেন। এখন পর্যন্ত ৬৬ জন ক্রিকেটার শতাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে আটজন ব্যাটসম্যান নিজেদের শততম টেস্টে শতক হাঁকিয়ে স্মরণীয় করে রেখেছেন। আটজনের মধ্যে একজন রিকি পন্টিং। তিনি একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে নিজের শততম টেস্টের দুই ইনিংসেই শতক হাঁকিয়েছিলেন। ২০০৬ সালের ২ জানুয়ারি সিডনিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ইনিংসেই শতক হাঁকিয়েছেন পন্টিং। প্রথম ইনিংসে ১২০ রানের ইনিংস খেলার পর ম্যাচের শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ২৮৮ রানের জবাবে রিকি ১৫৯ বলে ১৪৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে অস্ট্রেলিয়াকে অকল্পনীয় জয় এনে দেন।

একই বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে ফতুল্লা টেস্টে বাংলাদেশের দেওয়া ৩০৭ রানের জবাবে পন্টিংয়ের ২৫৩ বলে ১১৮ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে বড় ধরনের লজ্জার হাত থেকে বাঁচে অস্ট্রেলিয়া। রিকি পন্টিং ২০০৫ সালের আগস্ট থেকে ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইনিংসে সাত ইনিংস ব্যাট করে তিনটি শতক হাঁকিয়েছিলেন। চতুর্থ ইনিংসে মোট চারটি শতক হাঁকিয়ে সবচেয়ে বেশি শতক হাঁকানো ব্যাটসম্যানদের তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থানে আছেন। সবচেয়ে বেশি পাঁচটি শতক হাঁকিয়েছেন ইউনুস খান।

অধিনায়ক হিসেবে রিকি পন্টিং ছিলেন কঠোর। হারার আগে হেরে যাওয়ার মন মানসিকতা নিয়ে তিনি মাঠে নামতেন না। ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত তাঁর চেহারায় গম্ভীর একটা চাপ থাকত। নিশ্চিত পরাজয়ের ম্যাচের শেষ বল আগে পর্যন্তও সতীর্থদের জয়ের জন্য খেলতে উৎসাহ জোগাতেন তিনি। পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে তিনি সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে দুটি বিশ্বকাপ শিরোপা

জিতিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। তাঁর নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘরে তোলে অস্ট্রেলিয়া। আগেরবার অ্যাসেজ জয়ী দলকে তাঁর নেতৃত্বে হোয়াইট ওয়াশ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫ সাল থেকে ২ জানুয়ারি ২০০৮ সাল পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া টানা ১৬টি টেস্ট জিতেছে। স্টিভ ওয়াহর অস্ট্রেলিয়াও একটানা ১৬টি টেস্ট জিতেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৭টি টেস্ট নেতৃত্ব দিয়েছেন রিকি পন্টিং। এর মধ্যে ৪৮টি টেস্টে জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক হিসেবে নিজের দেশকে পন্টিংয়ের চেয়ে বেশি টেস্ট জেতানো অধিনায়ক গ্রাহাম স্মিথ। তিনি ১০৯টি টেস্ট নেতৃত্ব দিয়ে ৫৩টি টেস্টে জয় এনে দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ২৩০টি ওডিআই ম্যাচে ১৬৫টি জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তাঁর চেয়ে বেশি ওডিআই জেতেনি আর কোনও অধিনায়ক। সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতাও ছিল রিকি পন্টিংয়ের। তাঁর নেতৃত্বে ২০০৫ সালে ১৭ বছর পর এবং আটটি অ্যাসেজ সিরিজ জয়ের পর অ্যাসেজ সিরিজ হাতছাড়া করেছিল অস্ট্রেলিয়া। পরপর দু'বার ইংল্যান্ডের মাটিতে পরাজিত হয়েছিল অ্যাসেজে পরাজিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ২৪ বছর পর ঘরের মাটিতে অ্যাসেজ হাতছাড়া করেছিল পন্টিংয়ের নেতৃত্বে। ২০১১ সালের বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর অধিনায়কের পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডন ব্র্যাডম্যানের পর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের এখন পর্যন্ত সেরা ব্যাটসম্যান রিকি পন্টিং। টেস্ট এবং ওডিআই দুই ফরম্যাটেই অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রিকি। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর সময়কার সেরা ব্যাটসম্যান কে! এমন প্রশ্নের উত্তরে একেকজন একেক নাম বলবে। কারও চোখে শচীন তেন্ডুলকর, কেউ বলবে ক্রিকেটের বরপুত্র ব্রায়ান লারা অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস তাঁর সময়কার সেরা ব্যাটসম্যান। সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচনে মতানৈক্য থাকলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল ক্রিকেটারের নাম নিঃসন্দেহে রিকি পন্টিং। খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, দু'টি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। তিনি তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৫৬০ ম্যাচের মধ্যে ৩৭৭টি ম্যাচে জয় পেয়েছেন। তাঁর পেছনে আছেন মাহেলা জয়াবর্ধনে। তিনি ৬৫২ ম্যাচ খেলে ৩৩৬টি তে জয়ের মুখ দেখেছেন। রিকি পন্টিং একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে শতাধিক জয় পেয়েছেন। তিনি ১৬৮টি টেস্ট খেলে ১০৮টিতে জয় পেয়েছেন। ওডিআইতে সবার চেয়ে বেশি ২৬২টি ম্যাচে জয় পেয়েছেন রিকি। সবচেয়ে সফল ক্রিকেটার এবং অধিনায়কের তালিকায় তিনি সবার উপরেই থাকবেন। ব্যাটসম্যান হিসেবেও তাঁর সেরা সময়ে তেন্ডুলকর, লারাদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৮৭টি টেস্টে ৬৫.৪৩ ব্যাটিং গড়ে ৩১টি শতক এবং ২৯টি অর্ধশতক হাঁকিয়ে ৮,১১৪ রান করেছেন। একই সময়ে শচীন তেন্ডুলকর ৭১ ম্যাচে ৫,৮৩৭ রান ও ব্রায়ান লারা ৭৪ ম্যাচে ৭,২১২ রান করেছিলেন।

অধিনায়ক হিসেবে একটানা দুটি অ্যাসেজে পরাজয় এবং ২০১১ সালের বিশ্বকাপে ব্যর্থতার প্রভাব তাঁর ব্যাটিংয়েও পড়েছিল। চারদিকে কানাঘুষো চলছিল পন্টিংয়ের গড়পড়তা পারফরমেন্স নিয়ে। সারাজীবন বীরের মতো থাকা পন্টিং অবসরের ঘোষণা দিতে বেশি সময় নষ্ট করেননি। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলার পর একই বছরের ডিসেম্বরে নিজের শেষ টেস্টের মধ্য দিয়ে সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান রিকি পন্টিং।

তাঁর বর্ণাঢ্য কেরিয়ার দেখে ঈর্ষান্বিত হবে যে কেউ। ১৬৮ টি টেস্টে ৫১.৮৫ ব্যাটিং গড়ে ১৩,৩৭৮ রান। ৪১ টি টেস্ট শতক এবং ৬২টি অর্ধশতক। ফিল্ডার হিসেবেও তিনি অনন্য ছিলেন। ব্যাটসম্যানদের আশেপাশে থেকে ১৯৬টি ক্যাচ নিয়েছেন। ওডিআইতে ৩৭৫ ম্যাচ খেলে ৪২.০৩ ব্যাটিং গড়ে ৩০টি শতক এবং ৮২টি অর্থশতকের সাহায্যে। (শেষ)

ইস্টবেঙ্গলে আর এক খালিদ

স্টাফ রিপোর্টার : আই লিগে ভাল পারফরম্যান্স করতে না পারার জন্য বাতিল করা হয়েছে বাজি আর্মান্ডোকে। ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে দেওয়ায় বাকি ম্যাচে বাজি খেলবেন মিনার্ভা এফসির জার্সি গায়ে। বাজির পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গল কথা প্রায় পাকা করেছিল উজবেকিস্তানের মিড ফিল্ডার দিলশাদকে। কিন্তু ভিসা সমস্যার জন্য দিলশাদের শহরে আসতে প্রায় একমাস লেগে যাবে। তাই আই লিগের বাকি ম্যাচগুলিতে খেলার জন্য ইস্টবেঙ্গল কর্তারা কথা বললেন উগান্ডার মিডফিল্ডার খালিদের সঙ্গে। উগান্ডার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ৩২টি ম্যাচ।

চেতলা অগ্রণীর সুপার কাপে খেলবে ১৬টি দল

স্টাফ রিপোর্টার : চেতলা অগ্রণী ক্লাব আয়োজিত জুবিলি কাপে এবার খেলবে ১৬টি দল। ১৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন। উদ্বোধনী ম্যাচে মহমেডান খেলবে বাঁশবেড়িয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। নকআউট ভিত্তিতে জুবিলি কাপের ফাইনাল ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার। অনূর্ধ্ব ১৬ ফুটবলারদের নিয়ে এই টুর্নামেন্ট এবার দ্বিতীয় বছরে পা দিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও খেলবে মোহনবাগান, মহমেডান, সাদার্ন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, শ্যামনগর তরুণ সংঘ, রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাব, দুর্বার স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, বাঘা সোম ফুটবল অ্যাকাডেমি। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ হাজার টাকা ও মনিকা হাকিম স্মৃতি ট্রফি। রানার্স দল পাবে ৩০ হাজার টাকা ও চিত্তরঞ্জন গাঙ্গুলী স্মৃতি ট্রফি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর জানান ক্লাবের অন্যতম কর্তা তথা মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ সঞ্জয় সেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সন্তোষ ট্রফির বাংলা কোচ চাঁদু রায়চৌধুরি।

বাগবাজারে দিবা-রাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ৪৫ বছরের প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে বাগবাজার কাশিমবাজার স্কুল মাঠে দু'দিন ব্যাপি দিবা-রাত্রি আমন্ত্রণ মূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মাননীয়া মন্ত্রী শশী পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, সুদীপ চক্রবর্তী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ফাইনালে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন কোচ সঞ্জয় সেন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ। সংস্থার সভাপতি সুনীলবরণ চৌধুরি, সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষাল, অজয় পাত্র সহ ফুটবল প্রেমী মানুষরা। সমগ্র প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন শুভদীপ বসু ও অভিজিৎ চক্রবর্তী।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত • স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা • কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী • মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা